দামুড়হুদায় ধান শুকাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

দামুড়হুদায় ঘরের ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে নাসিমা খাতুন(৪৫) নামে এক মধ্যবয়সী নারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত নাসিমা খাতুন উপজেলার নতুন বাস্তপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার গোলাম মস্তফা ওরফে ফয়মদ্দীনের স্ত্রী।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ ঘরের ছাঁদ থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।প্রতিবেশীরা জানায়, সকালে ধান সিদ্ধ করে নীজের বাড়ীর ছাঁদে শুকাতে দেয়। পরে বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে নাসিমা ছাঁদে উঠে ধান উল্টাছিল এ সময় সে অসাবধানতা বসত ছাঁদ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্নক আহত হয়।

পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। হাসপতালের বহিৃবিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শাপলা খাতুন পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষনা করেন। ডাঃ শাপলা খাতুন বলেন, হাসপাতালে পৌছানের আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে ছাঁদ থেকে পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তবে এখনো কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান লাটাহাম্বা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফজলু খাঁ (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

বুধবার (১৪ মে) সকাল ১১টার দিকে উল্ল্যা গ্রামের মাদরাসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফজলু খাঁ উপজেলার নাটোপাড়া গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত লাটাহাম্বা কোলা বাজার থেকে কালীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল এসময় উল্ল্যা মাদরাসা এলাকায় পৌঁছালে নলডাঙ্গা থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটর সাইকেল আরহী ফজলু খাঁ নিহত হন এবং আর একজন আহত হন। পরে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের ময়না তদন্তে শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে ভুল চিকিৎসায় মারা গেলো কৃষকের গরু

স্যালাইন দিয়ে গরু মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন ও নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে গত সোমবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়ার কারিগর পাড়ার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। পেশায় তিনি কৃষক। কৃষি কাজের পাশাপাশি গরুও পালন করেন বাবু। গত ৯ মে রাতে তাঁর গরু অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি পাশের গ্রামের পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেনকে ডাকেন। সাজ্জাদ হোসেন রাতে এসে চিকিৎসা দিলে গরু সুস্থ্য হয়ে যায়।

এরপর গত শনিবার ১০ মে সকালে গরুকে আরো কিছু চিকিৎসা দেয়ার জন্য নাজিম উদ্দীন নামের আরেক পল্লী চিকিৎসক কে সাথে করে ওইবাড়িতে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। এরপর চিকিৎসা দেন গরুটিকে। এর কিছুক্ষন পর মারা যায় গরুটি। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান ওই দুই চিকিৎসক। ফেলে যান তাদের বহনকারী মটর সাইকেল এমনটাই দাবি করেন ভুক্তভোগী

জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তিনি বলেন, গরু অসুস্থ্য হলে প্রথম দিন রাতে ওই চিকিৎসককে আমি ডেকে ছিলাম। চিকিৎসা দেয়ার গরু ভাল ছিল। গত শনিবার সকালে সাজ্জাদ ও নাজিম নামের দুই জন এসে গরুর চার পা বেঁধে স্যালাইন দেন। এ ছাড়া ওই স্যালিানের মধ্যে দেন আরো কিছু ইনজেকশন।

এর কিছুক্ষন পর মারা যান আমার গরুটি। তিনি ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন। এর অনুলিপি দিয়েছেন উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা বরাবর। এতে করে ওই চাষি ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন আবেদনে।

পশুচিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন বলেন,গরুটি গরমে স্ট্রোক করেছিল। ওইদিন রাতে চিকিৎসা দেওয়ার পর একটু সুস্থ্য হয়েছিল। পরের দিন গরুর মালিক ডাকেন গরু দূর্বল। সে কারনে আরো কিছু ওষুধ দেয়ার জন্য। এ কারনে গরুটিকে স্যালাইন দেবার জন্য আরেকজনকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর স্যালাইন দেবার পর গরুটি আবারও স্ট্রোক করে,মারা যায়। এ সময় তারা আমাদের উপর চড়াও হন মারতে। জোর করে রেখে দেন আমাদের দুইটি মটর সাইকেল। তবে ওই ধরনের চিকিৎসা আপনারা দিতে পারেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি কোন সদোত্তর দেননি।

ওই দুই চিকিৎসকের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন কোটচাঁদপুরের দোড়ার হঠাৎ পাড়ার আলতাপ হোসেনের ছেলে ও নাজিম উদ্দীন একই উপজেলার বলরামনগর গ্রামের বাসিন্দা।

উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান বলেন, এ ধরনের চিকিৎসা ওনারা দিতে পারেন না। আমি ভুক্তভোগীদের অভিযোগ হাতে পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হবে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঝিনাইদহে ইউপি চেয়ারম্যানের

ওপর হামলার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া কাজলের ওপর দূর্বৃত্তরা হামলা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর পর থেকে কাজল চেয়ারম্যান আর খুজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

মঙ্গলবার (১৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গোলাম কিবরিয়া কাজল দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানাগেছে। হামলার বিষয়ে জানতে গোলাম কিবরিয়া কাজলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তার খোঁজে পুলিশ কাজ করছে।

ঝিণাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী ঘটনা শুনেছেন বলে নিশ্চিত করে বলেন, আমি সে সময় মিটিং এ ছিলাম। পরে জানতে পারি ওই চেয়ারম্যানের ওপর কে বা কারা হামলা চালিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী, শিশুসহ আটক-৫৯

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশুসহ ৫৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটকৃতদের মধ্যে ২৬ জন শিশু, ১৮ জন নারী ও ১৫ জন পুরুষ। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। এছাড়া ২৭ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে আটটায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধীন শ্যামকুড়, খোশালপুর, বেনীপুর, বাঘাডাঙ্গা ও লড়াইঘাট বিওপির পৃথক অভিযানে মোট ৫৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি। আটককৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। আটককৃতদের মধ্যে ২৬ জন শিশু ও ১৮ জন নারী। আটককৃত বাকি ১৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিক। তারা ঢাকা, নড়াইল, সুনামগঞ্জ, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার বাসিন্দা।

এছাড়া সীমান্ত বিওপির পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ২৭ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে বিজিবি। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।

মহেশপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আটকৃত প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিকদের মামলা দায়েরের মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে। এছাড়া আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস এন্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী- শিশুসহ ২২ বাংলাদেশি আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া পৃথক মাদক বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার (১১ মে) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধীন

কুমিল্লাপাড়া, খোশালপুর ও জীবননগর বিওপির অভিযানে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি।

আটকদের মধ্যে ৪ জন নারী ও ৩ জন শিশু। বাকি ১৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আটক ব্যক্তিরা নড়াইল, যশোর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, বাগেরহাট, নোয়াখালী ও খাগড়াছড়ি জেলার বাসিন্দা।

এছাড়া বেনীপুর, উথলী ও রাজাপুর বিওপির পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৪২ বোতল ভারতীয় মদ, ৩ কেজি গাঁজা ও ৯৫২ পিস নিষিদ্ধ উত্তেজক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, আটকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। আটক নারী ও শিশুদের যশোরের জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

শৈলকুপায় জমি দখলের অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতায় হিন্দু পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাধুখালী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা জায়গা থেকে উচ্ছেদের শঙ্কায় রয়েছেন গ্রামের একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের অরুণ বিশ্বাসের পরিবার।

অরুণ বিশ্বাস বলেন, “এখনো বাপ-দাদার ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে আছি। গ্রামের অন্য হিন্দু পরিবারগুলো চলে গেলেও মায়ার টানে আমরা এখনও পড়ে আছি এখানে। কিন্তু এখন যে নির্যাতন শুরু হয়েছে, তাতে আর বেশিদিন টিকতে পারবো বলে মনে হয় না।”

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাধুখালী গ্রামের বাসিন্দা অরুণ বিশ্বাস তার পৈতৃক ২৭ শতক জমিতে বহু প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন। তবে ওই জমি নিয়ে ১৯৮৫ সালে তার প্রতিবেশী আব্দুস সাত্তার মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা করেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর

১৯৯০ সালে আদালত আব্দুস সাত্তারের দলিল বাতিল ঘোষণা করেন। এরপর ২০১১ সালে অরুণ বিশ্বাস আদালতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন, যার রায়ে ২০২১ সালে আদালত আব্দুস সাত্তারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

তবে অভিযোগ রয়েছে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গত শুক্রবার সকালে আব্দুস সাত্তার ও তার লোকজন ওই জমিতে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করতে গেলে বাধা দেয় অরুণ বিশ্বাসের চার ছেলে। এ সময় সাত্তার গং তাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং এক পর্যায়ে একটি ছোট ঘর নির্মাণ করে চলে যায়।

প্রবীণ প্রতিবেশী আব্দুল কাদের বলেন, “আমি গত ৭০ বছর ধরে দেখছি, এই জমিতে অরুণ বিশ্বাস ও তার পূর্বপুরুষেরা বসবাস করে আসছেন। জোর করে দখলের চেষ্টা করা অত্যন্ত দুঃখজনক।”

এ বিষয়ে অরুণ বিশ্বাসের ছেলে পল্লী চিকিৎসক অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, “আমরা নিজের জায়গায় ঘর তুলতে পারছি না। আদালতের রায় থাকার পরও তারা আমাদের নির্যাতন করছে। বাধ্য হয়ে বাবা-মা এখন গোয়ালঘরে থাকছেন।”

এদিকে অভিযুক্ত আব্দুস সাত্তারের ছেলে রেজাউল ইসলাম দাবি করেন, “এই জমির বৈধ কাগজপত্র আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমরা এই জমির মালিক।” তবে এ সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খান বলেন, “এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি” লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর

কর্মসূচি

ঝিনাইদহ শহরে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে রেলপথ বাস্তবায়ন পরিষদের আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

এ সময় সংগঠনটির নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন। ঘণ্টাব্যাপী চলা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রেলপথ বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি রেল আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমিন লিম্পা, সহ-সভাপতি হোসেন ইমাম (হিমু), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভীর মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আশিকুর রহমান মিনার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তারেক মাহমুদ জয়, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কার্যনির্বাহী সদস্য মাহবুব মল্লিক, সাংস্কৃতিক কর্মী শাহিনূর রহমান লিটন, সামাজিক ব্যক্তিত্ব গাউস গোর্কী, আনোয়ার পারভেজ মাসুম, জিহান লিমনসহ আরও অনেকে।

এছাড়া কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় রেললাইন থাকলেও ঝিনাইদহ শহর এখনও রেল সংযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ শহর হয়ে কুষ্টিয়া বা চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, এই রেলপথ বাস্তবায়িত হলে এই অঞ্চলের মানুষের বহুল প্রত্যাশিত যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

ঝিনাইদহে হামলা ও গ্রেফতার

আতংকে বাড়িছাড়া অর্ধশত পরিবার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনায় চরম আতঙ্কে রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

প্রাণ বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে অন্তত অর্ধশতাধিক পরিবার। ফাঁকা হয়ে যাওয়া এসব বাড়িতে চলছে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি সংঘর্ষে দু’জন নিহত হওয়ার পর থেকে নিহতদের অনুসারীরা প্রতিশোধের নামে নিরীহ মানুষের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে। সংঘবদ্ধভাবে ভাঙচুর করা হচ্ছে আসবাবপত্র, লুটে নেওয়া হচ্ছে ঘরের মালামাল। এমনকি গৃহপালিত পশু-গরু, ছাগল পর্যন্ত জোর করে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এই তাণ্ডবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওই গ্রামের সামাজিক নেতা আলিম উদ্দিন, নায়েব আলী ও শহিদুল ইসলাম ওরফে সাইদুল সুরী। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হামলায় অংশ নিচ্ছেন মজিদ সর্দার, মস্ত সর্দার, রুবেল, মারুফ, আতর বিশ্বাস, সবেদ আলী, বিল্লাল মোল্লা, মাজেদ বিশ্বাস, সাইদুল বিশ্বাস, মিহির বিশ্বাস, সামারুল বিশ্বাস, সোহান, বল্টু, সাহেব, শিমুল, টিকারী গ্রামের শিপন, রিয়াজ ওরফে চন্নু এবং বনকুমড়া এলাকার ইমরোজ।

ভুক্তভোগীদের দাবি, বর্তমানে গ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহ রকমের অস্থিতিশীল। বহু পরিবার নারীদের সন্তানসহ নিরাপত্তাহীনতার কারণে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ।
একাধিক পরিবার অভিযোগ করেছে, যারা নিরীহ তারা আজও হামলা ও গ্রেফতারের আতঙ্কে বাড়িতে ফিরতে পারছে না। অথচ

প্রতিপক্ষরা লুটপাট, তাণ্ডব চালালেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি প্রশাসনকে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এখনো পুলিশ মোতায়েন করা আছে। কোন প্রকার লুটপাট বা ভাংচুর রোধে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

শৈলকুপায় লিচু গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকে মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের রতিডাঙ্গা গ্রামে লিচু পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে সাঈদ হোসেন নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাঈদ হোসেন রতিডাঙ্গা গ্রামের মৃত সাফাই মোল্লার ছেলে।

স্থানীয় ও স্বজনরা জানায়, সকালে শ্রমিক সাঈদ হোসেনকে একই গ্রামের জাহিদ বিশ্বাস তার গাছ থেকে লিচু পাড়তে ডেকে নিয়ে যায়। গাছে উঠলে অসাবধানতাবশত গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, গাছ থেকে পড়ে একজনের মৃত্যুর ঘটনা শুনেছি। মরদেহ এখনো কুষ্টিয়াতে রয়েছে।